দৈনিক ইনকিলাব

10 NOV 2012
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

জবি'তে ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি ও সম্পাদকসহ আহত ৫

জবি রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ছাত্রলীগের কর্মীদের হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি-সম্পাদকসহ ৫ নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি শরীফুল ইসলাম চৌধুরীর অবস্থা গুরুতর। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, গত ৯ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদ সম্বলিত পোস্টার লাগাতে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসেন ছাত্রফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা। এ সময় ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি এফ এম শরীফুল ইসলাম গ্রুপের কর্মী সঞ্জীব, তরিকুল, মামুন ও নাহিদসহ ৮-১০ জন ছাত্রফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে পোস্টারগুলো কেড়ে নেয়। এর প্রতিবাদ করায় ছাত্রলীগের ওই উচ্ছৃঙ্খল কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি শরীফুল ইসলাম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, প্রচার সম্পাদক নাছির উদ্দিন মোয়াজ্জেম এবং ছাত্রফ্রন্ট কর্মী শাহিদুর রহমান ও রাজীব চক্রবর্তীকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি শরীফুল ইসলাম চৌধুরীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, রাজীব চক্রবর্তী ও মোয়াজ্জেমকে মারধরের পর কোতোয়ালি থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে ছাত্রলীগ। জানা যায়, ছাত্রফ্রন্টের ওই দুই নেতা-কর্মীকে আটকের ২৪ ঘণ্টা পর গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২টায় ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা বলেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ওই হামলার প্রতিবাদ সম্বলিত পোস্টার লাগানোর জন্য গেলে ছাত্রলীগ কর্মীরা বিনা উস্কানিতে আমাদের ওপর হামলা চালায়। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি এফ এম শরীফুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কার্যক্রম সকাল ৯টায় শুরু হয়ে বিকাল ৫টায় শেষ হয়ে যায়। গভীর রাতে ছাত্রফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের উপর ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলার অভিযোগ সত্য নয়। এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা সরকার ও ছাত্রলীগ সম্পর্কে উস্কানিমূলক পোস্টার লাগানোর সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রফ্রন্টের দুই কর্মীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছিল। তবে আজ (শুক্রবার) তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

'ছাত্রলীগ কর্মীরা বিনা উস্কানিতে আমাদের ওপর হামলা চালায়'